

بسم الله الرحمن الرحيم

المنصورة

আহ্বান

শায়খুল হাদিস মুফতি আবু ইমরান (দাঃবাঃ)

ইসু - ১

২৪-শাওয়াল, ১৪৩৭ হিজরী

بسم الله الرحمن الرحيم

হিংস্রতা গ্রহণীয় হলেও পোষ্যতা বেমানান!

আমরা জানি সিংহ অত্যন্ত হিংস্র জানোয়ার আর ছাগল প্রভূভক্ত গৃহপালিত পোষা প্রাণী। তেজোদ্বীপ্ত জানোয়ার সিংহ'র সাথে তুলনা করলে মানুষ গর্ববোধ করে। কারো নামে যখন শ্লোগান দেওয়া হয় - “সিংহের বাচ্চা হুদা ভাই জিন্দাবাদ” শুনলে নেতার বুকের ছাতি ১৬ ইঞ্চি ফুলে ওঠে। কিন্তু “ছাগলের বাচ্চা” বলে খিতাব করলে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে! অথচ ছাগল কেমন অহিংস কারো কারো আদরপ্রিয় পোষা প্রাণী।

রাজত্বের সাথে পুরো পৃথিবীকে নেতৃত্ব দেয়া সিংহের জাতি মুসলিমদের কেউ কেউ আজ ইসলামি খিলাফতের শূন্যতায় আত্মবিস্ময় হয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা ও আবেদনের ক্ষেত্রে এমন বিকৃতি ও ভ্রষ্টতায় সংক্রমিত, যে বানর জাত পরিচয়গর্বি বিবর্তনি জন্তুদের প্রতারনার ভাবনিশিক্ত একশ্রেণীর সেবাদাস জ্ঞানপাপিরা এখন ইসলামে রাজনীতি নেই, ইসলাম শান্তির ধর্ম, (বিধায়) ইসলামে মানুষ হত্যা নেই এসব জিগির তোলে ইসলামকে ছাগলের মত নিরস্ত্র নিরীহ এক পোষ্য ধর্মরূপে বিবর্তনে উঠে পড়ে লেগেছে, এরা এটা উপলব্ধি করতে পারছে না যে ছাগলা- বশ্যতা নিয়ে গর্ভিত! থাকা এটা চরম অরুচিকর এতে আকর্ষণ বা ইসলামের কোন সৌন্দর্য্য নেই, গাভীন নিরীহ ছাগলবেশে করুণার পাত্র সেজে নিরামিষভোজী সাধুরূপ দেখালে কোন

আবেদন তৈরি হবে না বা হয়েনার থাবা থেকে নিজেকে রক্ষা ও করা যাবে না।

লা-শারিক এক আল্লাহর উপর ভরসা করে কোন অপশক্তির সামনে নত না হয়ে তাবত হয়েনাদের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে আল্লাহর কালিমাকে উচ্চ করার জন্য মেরে কেটে আল্লাহর দ্বীনের বিজয় সাধনই ইসলামের ইতিহাস, আল্লাহর বিধানের বাস্তবায়ন, এরমধ্যেই মানবতার মুক্তি, বিশ্বময় শান্তিরক্ষা ব্যবস্থা, এটাই আল্লাহর হুকুম, রাসুলের সুন্নাহ, সাহাবায়ে কিরামের জীবন, পরিপূর্ণ ইসলামি রূপ।

এটা ভুলে যাওয়ার নাম হলো বদদ্বীনি।

এই কারনেই লাঞ্ছনা, এরই পরিনতি আল্লাহর শত্রুরা কর্তৃত্বের আসনে, সব শয়তানির অবাধ বিস্তার, ধরিত্রী বিশৃঙ্খল, মানবতা ভুলুণ্ঠিত, টনকে টন বোমা, রাসায়নিক অস্ত্র, গুলি, হত্যা, বিচারের নামে সন্ত্রাস, শিষ্টের দমন দুষ্টির লালন নয় পূজন, সর্বত্র অহরহ। আর কত ঘুমিয়ে থাকবে!

জাগো হে সিংহ শাবক!

একটু মিলিয়ে নিন

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ

তিনি তাঁর রাসুলকে দীনে- হক দিয়ে পাঠিয়েছেন ইহাকে সব দ্বীনের উপর বিজয়ী করার জন্য যদিও অংশিবাদীদের অপছন্দ হয়।

- বিজাতির কাছে দ্বীনকে অপছন্দ থেকে বাচানোর জন্য বিজয়ের মাধ্যম; যুদ্ধ পরিহারের অবকাশ নেই।
- ইসলামের আবির্ভাব পৃথিবীকে পরিচালনার জন্য মুসলিমরা অন্যের দ্বারা পরিচালিত হবার জন্য নহে।
- মক্কা বা মদিনায় দুর্বলতা বা সক্ষমতায় কখনো অনৈসলামিক রীতি-নীতির অনুগত থাকার; তার দ্বারা মুসলিমদের পরিচালিত হওয়ার ইতিহাস নেই।
- শুধু ব্যক্তি জীবনে ইসলামের কিছু পূজা-অর্চনা তপজ্জে একনিষ্ঠ থেকে সমাজ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব আল্লাহর শত্রুদের হাতে ছেড়ে দেয়া, এইজন্য ইসলাম আসেনি।
- ইসলাম বিজয়ী হওয়া অবধি এর জন্য জিহাদ চর্চা ফরজ।
- ফরজ পালনে বাধা প্রদানকারী কাফেরদের মধ্যে शामिल।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُعِلَ رُزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّنْعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي # صحيح البخاري ت # 405 / 7

আমার রিযিক বাল্লমের ছায়ায় নিচে রাখা হয়েছে। যারা আমার এই ব্যবস্থায় ভিন্নতা আনবে তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা অবধারিত। (বুখারি)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رُزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّنْعَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ # مسند أحمد # 123 / 9

আমাকে কিয়ামত-তক লা- শারিক আল্লাহতায়ালার ইবাদত প্রতিষ্ঠায় তরবারি দিয়ে পাঠানো হয়েছে। আর আমার রিযক. . . (আহমাদ)

إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق

উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা বিধানের জন্যই আমাকে পাঠানো হয়েছে। (আহমাদ)

نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ # صحيح البخاري ت # 448 / 1

আমাকে মাসের দূরত্বব্যাপী ত্রাস সৃষ্টির দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে। (বুখারি)

سَلِّقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ

আল্লাহর সাথে শরিক করার কারনে কাফেরদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করে দিব,

ثُرْهُبُونَ بِهِ عَدُوُّ اللَّهِ وَعَدُوُّكُمْ

আল্লাহর দুশমন ও তোমাদের দুশমনকে তোমরা আতংকিত করে রাখা চাই।

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ

কাফেরদের কামনা তোমরা তোমাদের অস্ত্র এবং লাভজনক সামগ্রী থেকে উদাসীন থাক।

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِيَارِكُمْ » . # سنن أبي داود - ت # 291 / 3

যখন তোমরা ঈনার (সন্দেহ জনক সুদী কারবার) বেচাকেনায় জড়িয়ে যাবে, গবাদি পশুর লেজের পিছনে ছুটবে, শস্য ফলানো নিয়ে সন্তুষ্ট হয়ে থাকবে, আর জিহাদ

ছেড়ে দিবে তাহলে আল্লাহতায়ালার তোমাদের উপর লাঞ্ছনা চাপিয়ে দিবেন। যা ততদিন দূর হবে না যতদিন না দ্বীনের দিকে ফিরে আস, [আহমাদের রিওয়াতে দ্বীনের মধ্যে ফিরে আসার দিকটি কী? এটি স্পষ্ট করে যুদ্ধের দিকে ফিরা আসার কথা এসেছে।] (সহীহ আবু দাউদ)

قال حذيفة رضي الله عنه : كيف أنتم إذا انفرجتم عن دينكم انفرج المرأة عن قبلها لا تمنع من يأتيها قال : فقال رجل : قبح الله العاجز قال : بل قبحت أنت هذان الحديتان صحيحا الإسنادين تعليل الذهبي في التلخيص : صحيح المستدرک (4/ 506)

কি অবস্থা দাঁড়াবে!? যখন যেকোন সন্নিবেশকারীর জন্য অবোধে যোনিপথ ফাঁকা করে রাখা মহিলাদের মত করে তোমরা নিজেদের ধর্মকে খুলে ধরবে, (হুযায়ফা রাঃ - সহীহ হাকেম)

- নিজেদের ধর্মে আল্লাহর শত্রুদের নির্দেশনা গ্রহণে উদার হয়ে যাবে।
- ধর্মের বিধান পরিহার, অবহেলা বরং বিরোধিতাকারীদেরকেও বকধার্মিক বনার সুযোগ থাকবে।
- যে ব্যক্তি ধর্ম শিখেনি, পঠিতব্য কোরানের আরবি পাঠও যার অশুদ্ধ তাদের দ্বারা বিজ্ঞ ইমামদের শুদ্ধ ইসলাম শিখানোর ধারা চালু হবে।
- ইসলামের জাতশত্রু কাফের-বেদ্বীনের পছন্দনীয় ব্যাখ্যা ইসলামের বিপুলরূপ বলে সমাদর পাবে।
- ছাত্র মহিলাসহ যেকোন নন-মুফতিও ফতোয়া প্রদানের স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। টাকা দিয়ে বেশ্যানারী লাভ করা যায়। টাকা দিলে লক্ষ আলেমের ফতোয়াও মিলবে।
